ভাইগটস্কির সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব

মানুষ একটি সামাজিক জীব। এর মূল অর্থ হল যে সে একা বেঁচে থাকতে ও নিজেরাই সাফল্য অর্জন করতে অক্ষম, কারণ অন্যের সাথে থাকার - তার সাথে যোগাযোগ করা, তাদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং এমনকি সম্পর্ক বিকাশ করা তার বৈশিষ্ট্য এবং স্বভাবের মধ্যে রয়েছে। তাঁর স্বভাবই তাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার এবং তার অংশীদার হওয়ার অনুভূতি সন্ধান করতে পরিচালিত করে।

অ্যারিস্টটল , এর মতে "মানুষ স্বভাবতই একটি সামাজিক প্রাণী" এবং "সমাজ এমন একটি জিনিস যা ব্যক্তির আগে ঘটে।" তাঁর কথা থেকে বোঝা যায় যে, যে কেউ স্বাভাবিকভাবে সামাজিকভাবে অভিনয় করতে অক্ষম সে মানব নয়। এটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে একটি ব্যাখ্যা মানবিকতার সাথে সামাজিক সংযোগ স্থাপন এবং যোগাযোগের প্রয়োজনের সাথে সমান।

গ্রীক দার্শনিক পরেও আরও বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য চিন্তাবিদ এগিয়ে এসেছিলেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বিকাশের উপর মানবিক বিকাশ এবং কীভাবে সামাজিক উপাদান এতে চিত্রায়িত হয় সেগুলি নিয়ে। তাদের সামাজিক শিখন তত্ত্বগুলি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলির ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সর্বাধিক আলোচিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি হল প্রজ্ঞামূলক বিকাশ , যা শৈশবকাল এবং বাল্যকাল থেকে একজন ব্যক্তির বয়ঃসন্ধিকাল এবং যৌবনের মধ্য দিয়ে তার চিন্তার প্রক্রিয়া, সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিকাশকে বোঝায়।

এই চিন্তাবিদদের মধ্যে একজন হলেন রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানী লেভ ভাইগটস্কি, যার প্রধান অবদান ছিল সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে তাঁর তত্ত্ব এবং এটি কীভাবে শিশুর বিকাশের উপর প্রভাব ফেলে। এই বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলি মূর্ত ছিল যা এখন সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব হিসাবে পরিচিত।

সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব

রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানী লেভ ভাইগটস্কি, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৪ এর মধ্যে শিশুর সামাজিক বিকাশের উপর গবেষণা করেন। ১৯৩৪ সালে তুলনামূলকভাবে কম বয়সে মারা গিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে মনোবিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমগুলিতে তাঁর ধারণাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু এবং অন্তর্ভুক্ত হতে প্রায় চার দশক লেগেছিল, তবে তারা গবেষণার ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞান, বিশেষত শিক্ষাগত এবং শৈশবকালীন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে, যার থিওরিগুলি ভাইগটস্কির তুলনায় ঘনিষ্ঠভাবে যাচাই করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন সুইস চাইল্ড সাইকোলজিস্ট জিন পিয়াঁজে, যিনি তাঁর থিওরি অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে এসেছিলেন।

ভাইগটস্কির সামাজিক বিকাশ তত্ত্ব বা SDT **দুটি প্রধান নীতি** হলঃ–

1. প্রজ্ঞামূলক বিকাশের নির্দিষ্ট পরিমাণ বা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, ব্যক্তির কোনও নির্দিষ্ট বয়সে সীমাবদ্ধ; এবং
2. কোনও ব্যক্তির পূর্ণ প্রজ্ঞামূলক বিকাশের জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজন।

এই নীতিগুলি তিনটি তত্ত্ব বা থিমগুলিতে আবদ্ধ হয়: সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, More Knowledgeable Other (MKO) এবং Zone of Proximal Development (ZPD)বা প্রক্সিমাল বিকাশের ক্ষেত্র ।

I. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া

মূল ধারণা # 1 সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রজ্ঞামূলক বিকাশে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

প্রতিটি ব্যক্তি, এমনকি একটি শিশু হিসাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। কৌতূহল শৈশবকালে শুরুর দিকে শুরু হয় এবং এমনকি খুব অল্প বয়স থেকেই একজন শিশু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা শুরু করে। তার চারপাশে, চক্ষুবিহীন, আশ্চর্য এবং তার পর্যবেক্ষক চোখে আগ্রহ দেখে। এটি বলা নিরাপদ যে শিশু অনুসন্ধান বা "অর্থবোধ" করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এবং, এই অর্থটি সন্ধান করতে বা বোঝাতে, তাকে তার চারদিকে তাকাতে হবে, জড়িত থাকতে হবে এবং "আবিষ্কারের পথে" সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

ভাইগটস্কির মতে প্রজ্ঞামূলক - এবং মানব - বিকাশ ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে "গতিশীল" মিথস্ক্রিয়াটির ফলস্বরূপ। এই গতিশীল সম্পর্ক দুজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সম্পর্ককে বোঝায়। সমাজ যেমন ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলে, তেমনি ব্যক্তিটিরও সমাজে প্রভাব ফেলে।

শিশুরা যদি তাদের সমাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় বা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয় তবে তারা শিখতে ও বিকাশ করতে অক্ষম। কোনও শিশুর বৈশিষ্ট্যগত বিকাশের দিকে নজর দিলে বোঝাযায়: তার প্রথম শিক্ষকরা হলেন তাঁর বাবা-মা, যিনি তাকে তার প্রথম কথাটি শিখিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার সময়, বা তিনি যখন "শক্তিমান" ছিলেন তখন তাকে গাইড করেছিলেন খেলার নিয়ম গুলিতে, তিনি কীভাবে তাঁর বয়সের অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে খেলতে শিখেছিলেন এবং আস্তে আস্তে এক বা দুটি বাচ্চার সাথে একটি বন্ধন তৈরি করেছিলেন যা তিনি সবচেয়ে কাছের হয়ে শেষ করেছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম দিন, তিনি তার শিক্ষক এবং পরবর্তী কয়েক বছরে আরও বেশ কয়েকটি শিক্ষকের সাথে দেখা করেছিলেন। শেখার প্রক্রিয়াটির জন্য তাকে তাঁর শিক্ষকদের পাশাপাশি অন্যান্য বয়স্ক শিক্ষার্থী এবং সহপাঠীদের পাশাপাশি আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা প্রয়োজন। এই সামাজিক শিক্ষার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে বিকাশ এবং বিকাশ করতে সক্ষম হন। এবং এটি আমাদের সাথে সামাজিক যোগাযোগের পরবর্তী ধারণার দিকে নিয়ে আসে।

মূল ধারণা # 2 সামাজিক শিক্ষার উন্নয়নের আগে।

ভাইগটস্কি দাবি করেছেন যে প্রথমে সামাজিক পড়াশুনা বা অভিজ্ঞতা গ্রহণ না করা অবধি বাচ্চা বিকাশ করতে পারবে না। তিনি দুটি ক্ষেত্র বা স্তর চিহ্নিত করেছেন, যেখানে সন্তানের সাংস্কৃতিক বিকাশের কাজগুলি প্রদর্শিত হয়:

1. **সামাজিক স্তর বা আন্তঃ সাইকোলজিকাল।** সামাজিক কাজগুলি প্রথমে প্রথমে ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত হয়। এই স্তরে ব্যক্তিকে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে, সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং অন্যান্য লোকের কাছে যোগাযোগ করতে হবে। এটি এমন স্তর যেখানে সামাজিক শিক্ষাগ্রহণ ঘটে।
2. **স্বতন্ত্র স্তর, বা ইন্ট্র্যা সাইকোলজিকাল।** একবার তিনি সামাজিক স্তরটি অতিক্রম করার পরে, যেখানে তিনি সামাজিক শিক্ষাগুলি অর্জন করেছিলেন, সেই কাজগুলি দ্বিতীয়বার উপস্থিত হবে এবং এবার আরও উন্নত হবে এবং এইভাবে প্রজ্ঞামূলক বিকাশের দিকে পরিচালিত করবে।

প্রাথমিক মানসিক কাজগুলির মধ্যে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে যা বাহ্যিক উদ্দীপনা দ্বারা প্রভাব ছাড়াই জন্মগত এবং বৃদ্ধি সহ প্রাকৃতিকভাবে আসে। অন্য কথায়, এই সক্ষমতাগুলি শেখা হয় না, অনৈচ্ছিকভাবে হয় এবং প্রায়শই ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে সত্যই কোনও চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। ভাইগোটস্কি এমনকি এতদূর গিয়েও বলেছিলেন যে এই প্রাথমিক মানসিক কাজগুলির বেশিরভাগটি জেনেটিক্সের মাধ্যমে একটি শিশু দ্বারা অর্জিত হয়

প্রাথমিক বা নিম্ন মানসিক কার্যাবলির উদাহরণ (এলএমএফ):

- **অনুভূতি।** কোনও শিশুকে এমন কিছু শেখানো দরকার যা গরম, ঠান্ডা, মিষ্টি বা তিক্ত বুঝতে পারে। তার সংবেদনগুলি হ'ল স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই বার্তাগুলি তার মস্তিষ্কে পৌঁছে দেবে, যাতে সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
- **ক্ষুধা।** শারীরে এমন প্রক্রিয়াগুলি রয়েছে যা কোনও ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে এবং তার মধ্যে একটি হল ক্ষুধা। যখন একটি শিশু ক্ষুধার্ত হয়, তখন সে ক্ষুধার্ত হয় এবং তাই সে কাঁদতে বা অস্থির হয়ে অভিনয় করে তা দেখায়। তাকে বলার দরকার নেই যে সে ক্ষুধার্ত, যেহেতু তার শরীরে সত্যটি প্রকাশ করবে।
- **স্মৃতি।** ছোট বাচ্চারা তাৎক্ষণিকভাবে একটি প্রাকৃতিক উপায়ে স্মৃতিতে জিনিস প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়। একটি শিশু তাৎক্ষণিকভাবে তার মায়ের কণ্ঠস্বর বা শিশুর খাবারের স্বাদকে চিনতে পারে।

শিশুটি বড় হওয়ার সাথে সাথে আরও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর সামাজিক শিক্ষার পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে তার প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়াগুলি "উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া" বা HMFফ-তে রূপান্তরিত হয়। প্রাথমিক মানসিক ক্রিয়াসমূহের তুলনায় এগুলি উদ্দীপিত হয়। তাদের শেখানো হয় এবং সেগুলি সামাজিক সেটিংস বা পরিবেশে শিখে যায় এবং তারা প্রায়শই সামাজিক অর্থগুলি নিয়ে আসে।

প্রদত্ত উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে:

- **ভাষা.** শিশুর বিকাশ যেমন হয়, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তার চারপাশের লোকদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা - কোনও কিছুর বিষয়ে তার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা তার পিতামাতাকে জানিয়ে দেওয়া যে তিনি ক্ষুধার্ত আছেন ইত্যাদি - ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা উৎসাহিত করবে। তিনি যখন বড় হবেন এবং প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়াও অতিক্রম করবেন, ভাষা শেখাও তত উন্নত হবে, তেমনি তাঁর চিন্তার প্রক্রিয়াও বাড়বে।
- **স্মৃতি.** এটি শিশু প্রাকৃতিক স্মৃতি পর্যায়ে চলে যাওয়ার পরে যা ঘটে তা বোঝায়। এবার, তাঁর স্মৃতিচারণ করা যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং এখন তার কাছে স্মৃতির সহায়তা এবং সরঞ্জামগুলির অ্যাক্সেস রয়েছে। বৌদ্ধিক অভিযোজন সম্পর্কিত এই তথাকথিত সরঞ্জামগুলির বা শিশুদের তাদের প্রাথমিক

মানসিক কাজগুলি আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করার মঞ্জুরি দেওয়ার সরঞ্জামগুলির উদাহরণগুলির মধ্যে মনের মানচিত্র , স্মৃতিশক্তি, নোট-নেওয়া এবং অন্যান্য ভিজ্যুয়াল সংকেত এবং এইডস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- **ইচ্ছাধীন মনোযোগ।** আমরা জানি ছোট বাচ্চাদের মনোযোগের সময়সীমা খুব কম। কারণ, সেই বয়সে তাদের চিন্তা প্রক্রিয়াগুলি কোনও একটি নির্দিষ্ট অবজেক্ট বা চিন্তার প্রতি কেন্দ্রীভূত রাখতে যথেষ্ট স্থিতিশীল নয়। অবশ্যই, তারা একবারে একটি জিনিসে মনোনিবেশ করতে পারে তবে তারা সেই ক্ষমতা দিয়ে কী করবে তা সত্যই তারা জানে না। সামাজিক শিক্ষাগুলি শিশুকে ফোকাস এবং ঘনত্বের দক্ষতা এবং এটি দিয়ে কী করবে তা নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করবে। কোন কোন বিষয়, ক্রিয়া বা চিন্তাভাবনা করতে হবে সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। পূর্ণ প্রজ্ঞামূলক বিকাশের অর্থ এই যে, শেষ পর্যন্ত তিনি চূড়ান্ত বা দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মনোযোগ এবং ভাগ বা বিভক্ত মনোযোগ দিতে করতে সক্ষম হবেন এবং এটি বজায় রাখবেন।
- **উপলব্ধি।** একটি শিশু একটি সংবেদক উদ্দীপনা সনাক্ত করতে সক্ষম হয় ... তবে এটি এখানেই শেষ হয়। তার উপলব্ধি দক্ষতার অভাব তাকে এর পিছনে অর্থ বা তাত্পর্য ব্যাখ্যা করতে অক্ষম করবে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলি শিশুর উপলব্ধি করার স্তরকে, তার সচেতনতা এবং জিনিসগুলি কেন রয়েছে তা বোঝার ক্ষমতা বাড়ায়।

ভাইগটস্কি যে শিক্ষাটি উল্লেখ করেছেন তা একটি নির্দিষ্ট ধরণের বা মানকে নির্দেশ করে না, কারণ শেখার ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত পার্থক্য কীভাবে পরিবর্তনের কারণ হতে পারে এবং সংস্কৃতি সাধারণভাবে কীভাবে তার উপলব্ধি রুপদান বা গঠনে প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী তা তিনি স্বীকারও করেছিলেন।

মূল ধারণা # 3 ভাষা প্রজ্ঞামূলক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।

এটি প্রদত্ত যে কোনও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় ভাষা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এটি কোনও সামাজিক বিন্যাসে যোগাযোগের প্রাথমিক মাধ্যম। তবে একমাত্র কারণেই নয় যে ভাষা কোনও ব্যক্তির প্রজ্ঞামূলক বিকাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রথমে, ভাইগোটস্কির মতে বক্তৃতা বিকাশের তিনটি ধাপটি একবার দেখে নেওয়া যাক।

প্রথম পর্যায় - সামাজিক বা বাহ্যিক বক্তৃতা

এটি সাধারণত তিন বছরের নীচে, যখন শিশু এখনও পুরোপুরি চিন্তার বার্তাগুলিতে তার চিন্তাভাবনা প্রতিলিপি করতে অক্ষম হয় তবে এটি প্রি-ভার্বাল পর্যায়টি কভার করে। তার চিন্তাভাবনাগুলি বেশ সহজ, এবং তার আবেগগুলি মৌলিক, এবং এতে কোনও বৌদ্ধিক বা চিন্তাভাবনা জড়িত নেই।

দ্বিতীয় পর্যায় - অহংকার বক্তৃতা

যদি, প্রথম পর্যায়ে, বাচ্চার বক্তব্যের উদ্দেশ্য অন্যান্য লোকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে অহংকারক বক্তৃতা শিশুকে তার নিজের আচরণের নির্দেশনা দেওয়ার উপায় হিসাবে কথিত হয়। এটি সাধারণত 3 থেকে 7 বছর বয়সের মধ্যে প্রদর্শিত হয়, যখন শিশু আরও স্পষ্ট করে শব্দের বর্ষণ করতে শুরু করে

এবং আরও বোধগম্যতা বা চিন্তাভাবনা সহ আরও সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে। তারা নিজের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলে এটি অনুশীলন

৩য় পর্যায় - অভ্যন্তরীণ বক্তৃতা

চূড়ান্ত বক্তৃতা বিকাশের পর্যায়টি ঘটে যখন শিশুটি বড় হয়ে যায় এবং যৌবনের দিকে বাড়তে শুরু করে, এবং তিনি তার চিন্তাভাবনা এবং ফলস্বরূপ আচরণ বা ক্রিয়া উভয়কেই নির্দেশ করতে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হন। এটি তার চিন্তাভাবনাগুলি উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত করার প্রয়োজন হবে না, সমস্ত চিন্তা প্রক্রিয়া মাথায় রেখে একটিও শব্দ না বলে সমস্ত কোণ থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারেন এবং তার যুক্তিগুলিকে মৌখিক করে না দিয়ে একটি মতামত তৈরি করতে পারেন।

মূল ধারণা # 4 স্ব-উদ্যোগে আবিষ্কার এবং একটি শিশুর প্রজ্ঞামূলক বিকাশে সহযোগী সংলাপ।

জিন পিয়াঁজের মতে, ছোট বাচ্চাদের অন্তর্নিহিত কৌতূহল তাদেরকে তাদের শিক্ষায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার জন্য চাপ দেয় এবং তাদের নিজেরাই নতুন জিনিস আবিষ্কার এবং অন্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ। ভাইগটস্কি বেশিরভাগ অংশের শেষ অংশ বাদে পিয়াঁজের সাথে একমত হন। তাঁর মতে যে বাচ্চাদের ক্রিয়াকলাপ যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে ঘটে সেগুলির জন্য সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এবং যোগাযোগের প্রয়োজন এবং শিশুরা এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়তার মাধ্যমে সর্বোত্তম শিখতে পারে। তারা এই মিথস্ক্রিয়াগুলির পাশাপাশি জ্ঞান এবং হোন দক্ষতা অর্জন করে পাশাপাশি তাদের চারপাশের সংস্কৃতি এবং এগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের জ্ঞানকে আকার দেয়।

২। আরও জ্ঞানসম্পন্ন অন্যান্য (MKO) ◌

এমকেও প্রায়শই একজন শিক্ষকের ব্যক্তির সাথে আসে, কাজের ক্ষেত্রে একজন উচ্চতর বা আরও অভিজ্ঞতার সহকর্মী। উদাহরণে যখন তিনি আরও কনিষ্ঠ হতে পারেন, তবে বেশি জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে। এই ডিজিটাল যুগে, এমকেও কম্পিউটার বা কোনও বুদ্ধিমান মেশিনও হতে পারে। শিশুর দৃষ্টিতে, প্রাপ্তবয়স্করা হ'ল এমকেও।

তৃতীয়। প্রক্সিমাল বিকাশের ক্ষেত্র (জেডপিডি)

তিনটি রিংয়ে বিভক্ত একটি বৃত্তটি কল্পনা করুন। অভ্যন্তরীণ বৃত্ত বা রিংটিটি শিশুটি ইতিমধ্যে যা জানে তা প্রতিনিধিত্ব করে, তৃতীয়, বহিরাগততম বৃত্ত বা রিংগুলি যা এখনও জানে না তার প্রতিনিধিত্ব করে। বা আমরা বাচ্চাটি নিজেরাই অর্জন করতে বা আবিষ্কার করতে পারে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমরা অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি ব্যবহার করতে পারি। বাইরেরতম চেনাশোনা বা রিংটির মধ্যে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সে স্বাধীনভাবে অর্জন করতে বা আবিষ্কার করতে পারে না, তবে কেবল দক্ষ বা জ্ঞানসম্পন্ন এমন ব্যক্তির সাহায্য বা দিকনির্দেশ দিয়ে এটি করতে পারে।

ভাইগটস্কি বলেছিলেন যে জেডপিডি হ'ল এমকেও থেকে প্রচুর উৎসাহের সাথে শিশুকে সবচেয়ে সংবেদনশীল নির্দেশনা বা দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে। লক্ষ করুন যে ব্যবহৃত শব্দগুলি "নির্দেশনা" এবং

"নির্দেশিকা" ছিল, সম্পূর্ণ "সম্পূর্ণ সহায়তা" এর বিপরীতে। এটি কারণ এমকেও সঠিক পরিমাণ নির্দেশিকা সরবরাহ করবে এবং তারপরে বাচ্চাকে তার দক্ষতা শিখতে এবং বিকাশের অনুমতি দেবে। স্বতন্ত্রভাবে এটি করতে দিয়ে, এমকেও শিশুটিকে তার উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াকলাপগুলি দ্রুত বিকাশ করতে সহায়তা করবে, যার ফলে জ্ঞানকে ত্বরান্বিত করবে।

উপসংহার

প্রজ্ঞামূলক বিকাশের বিষয়ে অনেকগুলি মনস্তাত্ত্বিক স্কুল চালু হওয়ার সাথে সাথে এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ভাইগটস্কির সামাজিক বিকাশ তত্ত্বের কিছু ধারণা নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তবুও, কেউ তাঁর তত্ত্বগুলির প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না এবং কীভাবে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত শৈশবকালীন শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় এবং প্রয়োগ হয়।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের পর্যায়সমূহ

ড. জগ মোহন বাসন্তিয়া
গঙ্গাধরপুর মহাবিদ্যামন্দির
হাওড়া

প্রিয় ছাত্র/ছাত্রী,
করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। এই সময়ে সরকারের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। কোনো মতে বাইরে যাওয়া চলবে না। বার বার সাবন দিয়ে হাত ধুতে হবে। আমি জানি বাড়িতে থাকতে আর ভালো লাগছে না। আর সেই ভাবে পড়া শোনা এগোছে না। তোমাদের মধে কেউ কেউ ফোন করে পড়া সম্পর্কে পরামর্শ নিচ্ছে। সে যাই হোক আমি আজ কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের তত্ত্ব নিয়ে কিচ্ছু আলোচনা করছি। সমস্যা হলে ফোন অথবা আমার ই-মেলে যোগাযোগ কর-
৯৪৩৩৪৮২১৭৪ /jmbasantia@gmail.com

লরেন্স কোহলবার্গ (১৯৫৮), পাইগেটের (১৯৩৩) নৈতিক বিকাশের তত্ত্বের সাথে নীতিগতভাবে একমত হলেও তাঁর ধারণাগুলি আরও বিকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি পাইগেটের গল্প বলার কৌশলটি ব্যবহার করেছিলেন লোকদের নৈতিক দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত গল্পগুলি বলার জন্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে, তিনি বিবেচনার জন্য একটি পছন্দ উপস্থাপন করেছিলেন, উদাহরণস্বরূপ, কিছু কর্তৃত্বের অধিকার এবং অন্যায়ভাবে আচরণ করা হচ্ছে এমন কিছু উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনের মধ্যে।

কোহলবার্গের (১৯৫৮) গল্পের অন্যতম পরিচিত গল্পটি হিন্জ নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তিত, যিনি ইউরোপের কোথাও বাস করতেন। হাইঞ্জের স্ত্রী একটি বিশেষ ধরণের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছিলেন। চিকিত্সকরা বলেছিলেন যে একটি নতুন ড্রাগ তাকে বাঁচাতে পারে। স্থানীয় এক রসায়নবিদ ড্রাগটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং হেইঞ্জ কিছু কিনে দেওয়ার জন্য মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন, তবে রসায়নবিদ ওষুধটি তৈরি করতে যে পরিমাণ ব্যয় করেছিলেন তার চেয়ে দশগুণ বেশি চার্জ করছিলেন, আর এটি হেইঞ্জের সামর্থ্যের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। পরিবার ও বন্ধুদের সহায়তার পরেও হাইঞ্জ কেবলমাত্র অর্ধেক টাকা জোগাড় করতে পারত। তিনি রসায়নবিদকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তার স্ত্রী মারা যাচ্ছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি ড্রাগটি সস্তা পেতে পারেন বা বাকী টাকা পরে পরিশোধ করতে পারেন কিনা। রসায়নবিদ অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তিনি ড্রাগটি আবিষ্কার করেছেন এবং এটি থেকে অর্থোপার্জন করতে চলেছেন। স্বামী স্ত্রীকে বাঁচাতে মরিয়া হয়েছিলেন, তাই সেই রাতের পরে সে রসায়নের মধ্যে প্রবেশ করে মাদক চুরি করে নিয়ে যায়।

কোহলবার্গ একাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেমন:

১. হাইঞ্জকে কি ড্রাগ চুরি করা উচিত ছিল?

২. হেইঞ্জ তার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা না থাকলে কি কিছু পরিবর্তন হবে?

৩. মরে যাওয়া ব্যক্তিটি যদি অপরিচিত হয়, তবে তা কী কোনও পার্থক্য করবে?

৪. মহিলা মারা গেলে পুলিশ কি হত্যার জন্য কেমিস্টকে গ্রেপ্তার করতে হবে?

58 জন ছেলেকে দশটি দ্বিধাগ্রস্থতার উপর ভিত্তি করে 2 ঘন্টার একটি সাক্ষাত্কার দেওয়া হয়েছিল। কোহলবার্গ প্রধানত যা আগ্রহী ছিলেন তা ছেলেরা এই ক্রিয়াটি সঠিক বা ভুল হিসাবে বিচার করেছিল কিনা তা নয়, বরং সিদ্ধান্তের কারণগুলিই বলেছিল। তিনি দেখতে পান যে বাচ্চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে এই কারণগুলি পরিবর্তিত হতে থাকে।

কোহলবার্গ নৈতিক যুক্তির তিনটি স্বতন্ত্র স্তর চিহ্নিত করেছিলেন: প্রাক-প্রচলিত, প্রচলিত এবং উত্তর-পরম্পরাগত। প্রতিটি স্তরের দুটি উপ-পর্যায় রয়েছে।

তালিকাভুক্ত ক্রমে লোকেরা কেবলমাত্র এই স্তরগুলি দিয়ে যেতে পারে। প্রতিটি নতুন পর্যায় আগের পর্যায়ে যুক্তিযুক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে। সবাই সব ধাপ অর্জন করে না।

কোহলবার্গের নৈতিক বিকাশের পর্যায়সমূহ

স্তর 1 - প্রাক-প্রচলিত নৈতিকতা

প্রাক-প্রচলিত স্তরে (সর্বাধিক নয় বছর বয়সী এবং তার চেয়ে কম বয়সী, প্রায় নয় বছরেরও বেশি), আমাদের নৈতিকতার ব্যক্তিগত কোড নেই। পরিবর্তে, আমাদের নৈতিক কোডটি প্রাপ্তবয়স্কদের মানদণ্ড এবং তাদের নিয়ম অনুসরণ বা ভঙ্গ করার পরিণতি দ্বারা আকারযুক্ত।

পর্যায় 1. আনুগত্য এবং শাস্তি ওরিয়েন্টেশন । শিশু / ব্যক্তি পৃথকভাবে শাস্তি এড়ানোর জন্য ভাল। যদি কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় তবে তারা অবশ্যই ভুল করেছে।

পর্যায় 2. ব্যক্তিবাদ এবং বিনিময় । এই পর্যায়ে, শিশুরা বুঝতে পারে যে কেবলমাত্র একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তরিত হয়নি। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

(এই স্তরের প্রথম পর্যায়ে, শিশুরা কেবল শাস্তি এড়ানোর জন্য নিয়মগুলি মান্য করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, বাচ্চার ক্রিয়াকলাপগুলি অন্যান্য ব্যক্তিরা তাদের জন্য কী করতে পারে তা বিবেচনার ভিত্তিতে তারা স্বার্থের বাইরে নিয়মগুলি অনুসরণ করে।)

স্তর 2 - প্রচলিত নৈতিকতা

প্রচলিত স্তরে (বেশিরভাগ কৈশোর ও বয়স্ক) আমরা মূল্যবান প্রাপ্ত বয়স্ক রোল মডেলের নৈতিক মানকে অভ্যন্তরীণ করতে শুরু করি।

কর্তৃপক্ষকে অভ্যন্তরীণ করা হয়েছে তবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, এবং যুক্তিটি সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত গ্রুপের নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে।

পর্যায় 3. ভাল আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক । শিশু / ব্যক্তি অন্যের দ্বারা ভাল ব্যক্তি হিসাবে দেখা যায় যাতে ভাল হয়। সুতরাং, উত্তরগুলি অন্যের অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত।

4. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা । শিশু / ব্যক্তি সমাজের বিস্তৃত বিধি সম্পর্কে সচেতন হয়, সুতরাং আইনগুলি সমর্থন করার জন্য এবং অপরাধবোধ এড়াতে বিচারের বিধিগুলি মান্য করার বিষয়ে উদ্বেগ রয়েছে।

(৩ য় পর্যায়ে শিশুরা তাদের আচরণের পিছনে ব্যক্তির উদ্দেশ্যগুলির ভিত্তিতে নৈতিকতার মূল্যায়ন করে। কোনও কাজ নৈতিক ছিল কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই পর্যায়ে থাকা শিশুরা এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিবেচনা করতে পারে। এই পর্যায়ে থাকা শিশুরা প্রায়শই অন্যকে সহায়তা করতে চায়, অন্যের উদ্দেশ্যগুলি বিচার করতে পারে, এবং নৈতিকতা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা বিকাশ করতে শুরু করতে পারে।

৪ র্থ পর্যায়ে ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সমাজের মধ্যে তাদের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই পর্যায়ে, কেউ অন্যায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা কোনও বিধি বা আইন লঙ্ঘন করে যদি কোনও কাজ নৈতিকভাবে ভুল বলে বিবেচিত হয়।)

স্তর 3 - প্রচলিত উত্তর নৈতিকতা

পৃথক রায় স্ব-নির্বাচিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে এবং নৈতিক যুক্তি পৃথক অধিকার এবং ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। কোহলবার্গের মতে এই স্তরের নৈতিক যুক্তি যতটা মানুষ পেয়েছে ততই রয়েছে।

মাত্র 10-15% ধরণের 5 বা 6 ধরণের (প্রচলিত উত্তর-পরবর্তী নৈতিকতা) জন্য প্রয়োজনীয় ধরণের বিমূর্ত চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম। এর অর্থ, বেশিরভাগ লোকেরা তাদের চারপাশের লোকদের কাছ থেকে তাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং কেবল সংখ্যালঘু তাদের জন্য নৈতিক নীতিগুলির মাধ্যমে চিন্তা করে।

পর্যায় 5. সামাজিক চুক্তি এবং স্বতন্ত্র অধিকার । শিশু / ব্যক্তি সচেতন হন যে বিধি / আইন সর্বাধিক সংখ্যক লোকের ভালোর জন্য থাকতে পারে তবে এমন সময় আসে যখন তারা নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করবে। বিষয়টি সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, হেইঞ্জের দ্বিধায় জীবন রক্ষা চুরির বিরুদ্ধে আইন ভাঙার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ life

পর্যায় 6. ইউনিভার্সাল নীতি । এই পর্যায়ে লোকেরা তাদের নিজস্ব নৈতিক নির্দেশিকা নির্ধারণ করেছে যা আইনের সাথে মাপসই বা নাও পারে। নীতিগুলি সকলের জন্য প্রযোজ্য। যেমন, মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং সমতা equality ব্যক্তি এই নীতিগুলি রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে এমনকি যদি এটি প্রক্রিয়াতে সমাজের বাকী অংশের বিরুদ্ধে যায় এবং অস্বীকৃতি বা কারাভোগের পরিণতি প্রদান করে। কোহলবার্গ সন্দেহ করেছিলেন যে এই পর্যায়ে অল্প লোকই পৌঁছেছিল।

(5 ম পর্যায়ে, মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণকে মূল্য দিতে শুরু করে। যদিও এই পর্যায়ে থাকা লোকেরা বুঝতে পারে যে এমন সময় আছে যখন মানুষের প্রয়োজন এবং আইন দ্বন্দ্ব হয়, তারা সাধারণত বিশ্বাস করে যে লোকেরা আইন অনুসরণ করলেই এটি আরও ভাল।

6 ম ধাপে লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে যা সঠিক বলে মনে করে তার সাথে আরও উদ্বিগ্ন হয়, এমনকি এটি আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এই পর্যায়ে, লোকেরা নৈতিকতার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মান অনুসারে কাজ করে, এমনকি এটি প্রতিষ্ঠিত আইনগুলির সাথে বিরোধীও হয়।)

কোহলবার্গের পদ্ধতিগুলির সাথে সমস্যা

1. দ্বিধাগুলি কৃত্রিম (যেমন তাদের পরিবেশগত বৈধতার অভাব রয়েছে)

বেশিরভাগ দ্বিধাদ্বন্দ্ব বেশিরভাগ মানুষের কাছেই অপরিচিত (রোজেন, 1980)। উদাহরণস্বরূপ, হাইঞ্জের স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য ড্রাগ চুরি করা উচিত কিনা বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করে হেইঞ্জ দ্বিধায় এটি খুব ভাল তবে কোহলবার্গের বিষয়গুলি 10 থেকে 16 বছরের মধ্যে ছিল তারা কখনও বিবাহিত হয় নি এবং গল্পের মতো কখনও দূরবর্তী পরিস্থিতিতে পড়েনি। তাদের কীভাবে জানা উচিত যে হেইঞ্জ ড্রাগ চুরি করা উচিত?

2. নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট

গিলিগান (1977) এর মতে, কোহলবার্গের তত্ত্বটি সর্ব-পুরুষের নমুনার উপর ভিত্তি করে ছিল, সুতরাং পর্যায়গুলি নৈতিকতার পুরুষ সংজ্ঞা (এটি এন্ড্রোসেন্ট্রিক) প্রতিফলিত করে। পুরুষদের নৈতিকতা আইন এবং ন্যায়বিচারের বিমূর্ত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, যখন মহিলারা 'সমবেদনা এবং যত্নের নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে।আরও, গিলিগানের উত্থাপিত লিঙ্গ পক্ষপাত ইস্যুটি মনোবিজ্ঞানে এখনও বিদ্যমান তাৎপর্যপূর্ণ লিঙ্গ বিতর্কের একটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যা উপেক্ষা করার পরে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলগুলিতে বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে।

৩. দ্বিধাগুলি অনুমানমূলক (যেমন, তারা বাস্তব নয়)

একটি বাস্তব পরিস্থিতিতে, কোনও ব্যক্তি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার প্রকৃত পরিণতি ঘটতে পারে - এবং কখনও কখনও নিজের জন্য খুব অপ্রীতিকরও হয়। বিষয়গুলি যদি সত্যিকারের পরিস্থিতিতে স্থাপন করা হয় তবে একইভাবে যুক্তি যুক্ত করবে? আমরা ঠিক জানি না। কোহলবার্গের তত্ত্বটি কোনও কৃত্রিম দ্বিধায় ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার উপর অত্যধিক নির্ভরশীল যে বিষয়টি এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলগুলির বৈধতা নিয়ে একটি প্রশ্ন নিয়ে আসে।গবেষণার পরিবেশের স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের কাছে উপস্থাপন করা কৃত্রিম দ্বিধাদ্বন্দ্বের তুলনায় তারা সত্যিকারের জীবনের পরিস্থিতিতে খুব আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

4. নিম্ন গবেষণা নকশা

এই তত্ত্বটি তৈরি করার সময় কোহলবার্গ যেভাবে তাঁর গবেষণা চালিয়েছিলেন, তা পরীক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় না হতে পারে যে সমস্ত শিশু মঞ্চের অগ্রগতির একই ক্রম অনুসরণ করে কিনা।তাঁর গবেষণাটি **ক্রস-বিভাগীয় ছিল** , যার অর্থ তিনি বিভিন্ন বয়সের শিশুদের সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন যে তারা কী স্তরে নৈতিক বিকাশ করছে. পর্যায়ক্রমে সমস্ত শিশু একই নির্দেশ অনুসরণ করে কিনা তা দেখার আরও ভাল উপায় হ'ল একই শিশুদের উপর অনুদৈর্ঘ্য গবেষণা চালানো হত।

যাইহোক, কোহলবার্গের তত্ত্বের উপর অনুদায়ী গবেষণাটি কোলবি এট আল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। (1983) যারা কোহলবার্গের আসল অধ্যয়নের 58 জন অংশগ্রহণকারীদের পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি 27 বছরের ব্যবধানে ছয়বার তাদের পরীক্ষা করেছিলেন এবং কোহলবার্গের মূল উপসংহারের জন্য সমর্থন পেয়েছিলেন, যা আমরা সকলেই একই ক্রমে নৈতিক বিকাশের পর্যায়ে যেতে পারি।

শ্রেণিকক্ষে কোহলবার্গের তত্ত্বের নৈতিক বিকাশ কীভাবে প্রয়োগ করা যায়

কোহলবার্গের প্রথম পর্যায়, এবং প্রাথমিক শৈশব শিক্ষা

কোহলবার্গের তত্ত্ব অনুসারে বেশিরভাগ প্রাক-বিদ্যালয় এবং কিছু কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীরা এখনও নৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে। এই পর্যায়ে, নৈতিক আচরণকে উত্সাহিত করার জন্য ভিত্তি তৈরি করা শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম পর্যায়ে, ছোট বাচ্চারা দুর্ব্যবহারের শাস্তি এড়াতে প্রাথমিকভাবে উপযুক্ত আচরণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। নৈতিক বিকাশের এই পর্যায়টি বোঝার মাধ্যমে, শিক্ষকরা ভাল আচরণকে উত্সাহিত করতে শ্রেণিকক্ষে আচরণবিধি স্থাপন করে তাদের শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশকে গাইড করতে সহায়তা করতে পারেন। ছোট বাচ্চারা যারা এখনও নৈতিক বিকাশের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে তাদের আচরণের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নির্ধারণ করা এবং দুর্ব্যবহারের সুস্পষ্ট পরিণতি নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল বছর জুড়ে আচরণবিধি এবং শাস্তির ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য থাকা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি এই স্তরের নিয়মগুলি অনুসরণ করেন এমন শিশুদের জন্য পুরষ্কার প্রদানও শুরু করতে পারেন। তারা স্তর 1 এর দ্বিতীয় ধাপের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে যদি কোনও প্রলোভনমূলক পুরষ্কার দেওয়া হয় তবে তারা নিয়মগুলি অনুসরণ করতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে। শিক্ষার্থীদের একসাথে কাজ করতে এবং একে অপরকে তাদের নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করতে উত্সাহিত করুন।

কোহলবার্গের দ্বিতীয় পর্যায়এবং আর্লি এলিমেন্টারি

দ্বিতীয় পর্যায়ে, অল্প বয়স্ক শিশুরা তাদের আচরণের জন্য এবং যদি তাদেরকে পুরষ্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয় তবে তারা নিয়মগুলি অনুসরণ করতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয়। ক্লাসরুমের নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং শ্রেণীকক্ষে সহায়ক আচরণগুলি প্রদর্শন করে এমন প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করার জন্য একটি সিস্টেম প্রয়োগ করা নৈতিক আচরণকে উত্সাহিত করতে দীর্ঘ পথ যেতে পারে। এই পর্যায়ে, শিশুরা বুঝতে পারে যে শাস্তি দেওয়া আচরণগুলি "খারাপ" হিসাবে বিবেচিত হয় এবং পুরষ্কার প্রাপ্ত আচরণগুলি "ভাল" হিসাবে বিবেচিত হয়। শিক্ষার্থীরা আরও শিখতে শুরু করে যে এই পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তারা বিবেচনা করে পৃথক (নিজেরাই) যা সঠিক তা হতে সর্বোত্তম কি তবে তারা পারস্পরিক সুবিধার প্রয়োজনীয়তাও দেখতে শুরু করে। তারা শিখতে শুরু করে যে তারা যদি অন্যদের সাথে আরও ভাল আচরণ করে তবে অন্যরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তারা নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে নৈতিকতা দেখতে শুরু করে।

এই পর্যায়ে, ক্লাসরুমের ক্রিয়াকলাপগুলি চালু করা, ভাল ধারণা যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য উত্সাহ দেয়। সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীদের একে অপরের সহায়তা করা গেম এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তাদের নৈতিক যুক্তি দক্ষতা আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

কোহলবার্গের দ্বিতীয় এবং প্রয়াত প্রাথমিক / মধ্য বিদ্যালয়

বেশিরভাগ শিশুরা 10 থেকে 13 বছর বয়সের মধ্যে 3 ম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তাদের আচরণ কীভাবে অন্যান্য লোককে প্রভাবিত করে এবং অন্যান্য লোকেরা কীভাবে তা উপলব্ধি করে তা বিবেচনা করুন।

এই পর্যায়ে, আপনি ক্লাসরুমের জন্য আচরণবিধি তৈরি করতে আপনাকে সহায়তা করার মাধ্যমে আপনার শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারেন। এটি ক্লাসরুমের বিধিগুলির জন্য শিক্ষার্থীদের আংশিকভাবে দায়বদ্ধ হতে দেয়, যা তারা অনুসরণ করবে বলে আশা করা হবে। এই পর্যায়ে, শিক্ষার্থীরা তাদের ক্রিয়াগুলি অন্যকে

কীভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে আরও চিন্তাভাবনা শুরু করে। তারা যদি নিয়মগুলি মেনে চলার সুস্পষ্ট সুবিধা দেখতে না পান তবে তারা বিদ্যালয়ের বিধিগুলি অনুসরণ করতে কম ঝোঁকেন। এই আচরণের আচরণবিধি তৈরিতে এই পর্যায়ে থাকা শিক্ষার্থীদের হাতছাড়া হওয়ার সুযোগ দিয়ে বিভিন্ন আচরণ কীভাবে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীরা নিয়মগুলি মেনে চলতে আরও বেশি আগ্রহী হবে। এই পর্যায়ে, শিক্ষার্থীরা তাদের পিছনে যুক্তি বুঝতে না পারলে অন্ধভাবে নিয়ম মেনে চলতে অনাগ্রহী হতে শুরু করবে।

এই পর্যায়ে, এমন ক্রিয়াকলাপ এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি চালু করা গুরুত্বপূর্ণ যা আপনার শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রটিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একটি সাধারণ লক্ষ্যে একসাথে কাজ করতে শিক্ষার্থীদের উত্সাহিত করে। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা মধ্য বিদ্যালয়ের শেষে বা উচ্চ বিদ্যালয়ের শুরুতে পৌঁছানোর সাথে সাথে 4 স্তরে পৌঁছতে শুরু করতে পারে। গ্রুপ প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপের জন্য পর্যাপ্ত সময় মঞ্জুর করুন যা শিক্ষার্থীদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে একসাথে কাজ করার এবং তাদের আচরণগুলি কীভাবে সামাজিক প্রসঙ্গে অন্যকে প্রভাবিত করে তা শিখার সুযোগ দেয়।